লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ১৭ ● **১লা ডিসেম্বর ২০১৩** ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

স্বাস্থ্যবন্ধু

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে ১২ নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেল স্বাস্থ্যবন্ধু হেল্পলাইন। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের

উদ্যোগে চালু হওয়া এই হেল্পলাইন সাধারণের জন্য ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকবে। এর নাম্বার হল (০৩৩) ৬৬০৪৭৮০০। কোলকাতার যে কোনও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল এবং স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে ও সহায়তা পেতে হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন।

জোট ১৭

বার্তা প্রতিনিধি: জয়দেব কেন্দুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের আকন্বা সংসদের ধুলপুর গ্রাম। এখানেই রয়েছে মনসা মাতা মহিলা স্বনির্ভর দল। দলের সদস্য সংখ্যা ১৭। ২০০২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি দলটি তৈরি হয়। দলের সদস্যরা সবাই মহিলা কিষাণ। এই দলটি'র বিশেষত্ব হল, দলের সদস্যরা যে কোনও কাজ এক জোট হয়েই করেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে থাকেন। চাষবাস ও প্রাণী পালনের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের পরিবারের মাসিক আয় তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। দলের সদস্যরা যখন প্রতিবেদককে তাদের জোটের কথা শোনাচ্ছিলেন তখন দেখা গেল তাদের সকলের হাঁসগুলিও জোটবদ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। মনিবের মত প্রাণীগুলিও কি জোটের উপকারিতা বুঝতে পেরেছে?

বাংলা ভাষা

বার্তা প্রতিনিধি: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দশটি ভাষার তালিকায় উঠে এল হিন্দি ও বাংলার নাম। হিন্দি ৪ নম্বরে এবং বাংলা ৭ নম্বরে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মোট ২০.২ কোটি মানুষ, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৩.০৫ শতাংশ বাংলায় কথা বলেন। অন্যান্য ভাষার মধ্যে পাঞ্জাবীর স্থান দশম, তেলেগুর স্থান ১৫, মারাঠির স্থান ১৯ ও তামিলের স্থান ২০।

ইন্দিরা আবাসের চেক বিলি

বার্তা প্রতিনিধি : বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ব্লকের সংহতি মঞ্চে সমিতির অন্তর্গত পাঁচটি পঞ্চায়েতের ৬৪ জন উপভোক্তার হাতে ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। চেকগুলি উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেন আউশগ্রাম ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আয়েষা খাতুন, বর্ধমান সদর (উত্তর) এর মহকুমা শাসক স্বপন কুন্ডু, আউশগ্রাম ১নং ব্লকের বি.ডি.ও অরুন পাল, বর্ধমান জেলা পরিষদ সদস্য সেখ টপক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ কুমার মুর্মু সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। ব্লক সূত্রে জানা গেছে, চলতি আর্থিক বছরে আউশগ্রাম ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সাতটি পঞ্চায়েত এলাকার ৫৮০জন উপভোক্তাকে ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করা হবে এবং মোট চারটি কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত ৬৪জন উপভোক্তার হাতে প্রথম কিস্তির টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই বাকীদেরও তা দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবার যাদের বসবাসযোগ্য বাড়ি নেই তাদের এই প্রকল্পের অধীনে গৃহ নির্মাণের জন্য চারটি কিস্তিতে ৭০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ■বর্ধমান

দৈনন্দিন কাজে মানুষের গ্রাম পঞ্চায়েত তথা স্থানীয় সরকারের অফিসে আসা যাওয়াটা চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু এবার খোদ স্থানীয় সরকার তথা গ্রাম পঞ্চায়েতই মানুষের কাছে পৌঁছে গেল তাদের দু:খ দুর্দশার কাহিনী শুনতে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডুর এই প্রচেষ্টা সফল হলে তিনিই হবেন জনমুখী পঞ্চায়েত গড়ে তোলার অন্যতম রূপকার। 'আপনার পঞ্চায়েত আপনার গ্রামে' এই অভিনব কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল কালনা-২ ব্লকের বড়ধামাস ও আউসগ্রাম-২ ব্লকের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে।

ময়নাগুড়ি, বিরাহা, পোতানয়, টোলা, মুসিদপুর, দমদমা, বারডেলিয়া, বালিন্দর সহ তেরোটি গ্রাম নিয়ে বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান। পঞ্চায়েত অফিস থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে বালিন্দর গ্রামের আদিবাসী পাড়ার আটচালাটাই এদিন রূপান্তরিত হল পঞ্চায়েত অফিসে। পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, নির্বাহী সহায়ক, সচিব, সহায়ক সহ হাজির ছিলেন ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরের আধিকারিকরা। হাজির ছিলেন স্বয়ং সভাধিপতিও। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের দু'জন অতিরিক্ত জেলাশাসক হৃষিকেশ মোদি, রুমেলা দে এবং কালনার মহকুমা শাসক শশাঙ্ক শেঠী, কালনা-২ ব্লকের বি.ডি.ও. গৌরাঙ্গ ঘোষের মত উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাও। উদ্দেশ্য, গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের মতামত নেওয়া এবং তাদের অভাব অভিযোগ শোনা ও সেগুলির সমাধানে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জেলা পরিষদের দাবী রাজ্যে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম।

এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় দেড় হাজারের বেশি গ্রামবাসী। ওই সভায় একসঙ্গে প্রশাসনের সমস্ত

এরপর পাঁচের পাতায়

আর টি আই নিয়ে হাইকোর্টের রায়

প্রশ্নকর্তার পরিচয় বাধ্যতামূলক নয়

বার্তা প্রতিনিধি: তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় কোন ব্যাপারে তথ্য চেয়ে আবেদন জানালে সেখানে আবেদনকারীর পরিচয় উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক নয়। কেউ মনে করলে শুধুমাত্র পোস্ট বক্স নাম্বার দিয়েও তথ্য জানতে চাইতে পারেন। তথ্য জানার অধিকার আইন নিয়ে ২০ শে নভেম্বর কোলকাতা হাইকোর্টের প্রদত্ত নজিরবিহীন এই রায়ের ফলে আবেদনকারীর পক্ষে গোপনীয়তা বজায় রাখা সহজ হবে। তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে তথ্য জানতে চাওয়া আবেদনকারীরা অনেক ক্ষেত্রে হামলার শিকার হচ্ছেন। এমন কি, অনেককে হত্যা করা হচ্ছে। এই সব দিক বিবেচনা করে হাইকোর্ট যে দৃষ্টান্তমূলক রায় দিয়েছেন তা তথ্য জানার অধিকার আইনের অধীনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া আবেদনকারীদের রক্ষাকবচ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিসন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় পার্সোনেল মন্ত্রককে হাইকোর্টের এই রায় অবিলম্বে দেশের সব দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় সেটি করেছিলেন জনৈক অভিষেক গোয়েঙ্কা। পরিচয় গোপন রেখে, পোস্ট বক্স নাম্বার দিয়ে তিনি তথ্য জানার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, শুধু পোস্ট বক্স নাম্বার দিলে চলবে না। পরিচয় দেওয়া বাধ্যতামূলক। এর পর তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট উপরোক্ত রায় দেন।

উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার - স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয় নিয়ে আলোচনা

শক্তিপদ বর:- পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েত তথা স্থানীয় সরকারের সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নমূলক কাজের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কর্মীদের সাথে লোক কল্যাণ পরিষদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়া জেলার কো-অর্ডিনেটর তাপস ভট্টাচার্য্য স্থানীয় সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কিভাবে মহিলা কিষাণদের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার উপর বিশেষ জোর দেন। পরিষদের প্রশিক্ষক কো-অর্ডিনেটর তরুন ব্যানার্জী সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এম ডি জি) এর মূল বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজভাবে পঞ্চায়েতের সদস্য ও কর্মীদের কাছে তুলে ধরেন। পঞ্চায়েত স্তরে এম ডি জি'র মূল চারটি বিষয়, যেমন দারিদ্রতা কমিয়ে আনা ও ক্ষুধার অবসান ঘটানো, মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু কমিয়ে আনা, সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনা

এরপর তিনের পাতায়

বি পি এল তালিকা শীঘ্রই

বার্তা প্রতিনিধি: এই মাসেই সংশোধিত বি পি এল তালিকা জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাজ্য বিধান সভায় জানান। সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তিরাই যাতে তালিকাভুক্ত হতে পারেন সেই ব্যাপারে বি ডি ওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও মন্ত্রী মহোদয় জানান। তবে বি পি এল'এর সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের টানাপোড়েন

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ

সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা) অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

এক নতুন দৃষ্টান্ত

গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বর্ধমান জেলার কালনা-২ ব্লকের বড়ধামাস ও আউসগ্রাম-২ ব্লকের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েত। এমনকি, বর্ধমান জেলা সভাধিপতি সহ জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরাও এই দৃষ্টান্তের শরিক হয়েছেন। প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে গিয়ে তাঁরা আম জনতার দরবারে বসে গ্রামের গরীব মানুষের সুখ দু:খের কাহিনী যেমন শুনেছেন তেমনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের বাড়ী ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে পরিকল্পনা রচনা করার উদ্যোগ নেন তাহলে সেটা জনমুখী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা রূপে চিহ্নিত হবে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, আমাদের দেশে এমন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ সত্যিই দুর্লভ। শহরের নাগরিক সমাজ সচেতনতার জোরে পরিকল্পনার কিছু সুফল ভোগ করতে পারলেও গ্রামের মানুষের কাছে প্রকল্পের সুফল ভোগ করাটা অধরা থেকে যায় বা হয়ত: এমন একটি প্রকল্প রূপায়িত হয় যা সেভাবে তাদের কাজে লাগে না। ভুক্তভোগী মানুষের কাছে এমন অভিজ্ঞতা নতুন নয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত তথা জেলা প্রশাসনের এই নতুন দৃষ্টান্তের নিরিখে তৃণমূল স্তরের মানুষের জন্য যদি যুগোপযোগী পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ফলপ্রসূ চিত্র উঠে আসে তাহলে বলতে হয় নতুন দৃষ্টান্তের এই ধারাটি বহমান হোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মানুষের পঞ্জিভূত ক্ষোভ নিরসনে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মত মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে তোলার মত কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিশ্রুতি প্রদান ও প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। মানুষের কাছে স্থানীয় সরকারের চটজলদি পৌঁছে যাওয়ার মতই দ্রুততার সঙ্গে শুরু করতে হবে প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের কর্মযজ্ঞ। তবেই অর্থবহ হয়ে উঠবে 'আপনাদের পঞ্চায়েত তথা স্থানীয় সরকার আপনাদের কাছে' - এই শ্লোগানটি।

প্রধানের অভিযোগ

জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার ছবি তোলার জন্য যে কুপন বিলি করা হয়েছে তাতে অনেক বি.পি.এল এবং এ.পি.এলের নাম নেই। তাছাড়াও স্থানীয় অনেকে মানুষই টোকেন পাননি। আমার প্রশ্ন যাদের টোকেন নেই তাদের কি ছবি তোলা হবে? এনিয়ে সংসদ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার পঞ্চায়েত এলাকায় যাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি না হয় তার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বিহিত দাবি করছি।

সুনীল দাস, প্রধান, দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত
ফালাকাটা ব্লক, জলপাইগুড়ি, (ফোন - ৯৫৬৪১১২১৯২)

বিষ

অনেক রকম কঠিন রোগে ভুগছি দিবা নিশি
ভুগছে কাকা,ভুগছে মামা,ভুগছে আমার পিসি।
সোনার হাঁড়ির ভিতর যদি বিষ রয় আজ
শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা স্বাধীন দেশের লাজ।
প্যাকেটের বিষ দিচ্ছি মাঠে,মাটি থেকে দানায়
স্বাধীন দেশের সোনার ছেলে এ'কাজ কি তোর মানায়?
হাসপাতালে জায়গা নেই, ওষুধের দোকানে লাইন
বড় ডাক্তারের দেখা পেতে সাত দিন আগে সাইন।
দশ বছরে পাকছে চুল, হজম হয় না খাবার,
ডাক্তারবাবুর দক্ষিণা দিতে পকেট খালি বাবার।
তিরিশ বছর বয়স হলে দাঁত থাকে না মুখে
চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেসটাই বুঝি এবার গেল চুকে।
কম বয়সে গ্যাস অম্বল মোটেই ভাল নয়,
ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে শরীরের ক্ষয়।
টিভি, ম্যাগাজিন রাস্তার হোডিং এ মদের ছবি
এই মাটিতেই জন্মেছিলেন মোদের বিশ্বকবি।
বিপ্লবীদের রক্ত ঝরানো সোনার মতন দেশ
সারের বিষ, মদের বোতল করল সমাজ শেষ।
মাথা তুলে পারেনা দাঁড়াতে অনেক তরুণ ছেলে
বিশ্বসেরা হত যে দেশ এমন নবীন পেলে।

নিরুপম ঠাকুর, মঙ্গলডিহি, বীরভূম

গরীবের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা

জয়ন্ত দাস: ভারতের দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২০০৮ সাল থেকে চালু করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প চালু হয়েছে ২০০৯-১০ আর্থিক বছর থেকে। এই প্রকল্পে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারের সর্বাধিক ৫জন ৩০ টাকার বিনিময়ে ৩০ হাজার টাকার চিকিৎসা বিনামূল্যে পাবেন। এই প্রকল্পের উপভোক্তা পরিবারকে একটি স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। এই কাডের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতাল বা বেসরকারি নার্সিংহোমে উপভোক্তা চিকিৎসা করাতে পারবেন নিজের থেকে কোন টাকা খরচ না করেই।

এই প্রকল্পে যে স্মার্ট কার্ডটি দেওয়া হয় তা ব্যক্তিগত নয়, পারিবারিক কার্ড। এই কার্ডে পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীর ছবি থাকবে। কার্ডটিতে একটি সিম কার্ড থাকে। সিম কার্ডে ঐ পরিবারের পাঁচজনের নাম, ছবি, বয়স এবং তাদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য সহ বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নথিভুক্ত থাকে। পরিবারের কোন পাঁচজন এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে তা পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীই ঠিক করবেন।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার পারিবারিক কার্ডটি অনেকটা ভোটার কার্ডের মত। একবার তৈরি হয়ে গেলে ভোটার কার্ড যেমন ভারতবর্ষের সব জায়গায় ব্যবহার করা যায় তেমনই এই স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে ভারতবর্ষের যে কোন নথিভুক্ত হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিনা পয়সায় করানো যাবে। তবে এই কার্ডের সময়সীমা এক বছর। পুনরায় সুবিধা পেতে হলে ৩০ টাকা জমা দিয়ে আবার রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।

প্রথম দিকে বেসরকারি নার্সিংহোমগুলো এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গে ২০১২ সাল থেকে সরকারি হাসপাতালগুলো এর আওতায় আসতে শুরু করে। ২০১২ সালের ২রা জানুয়ারি সরকারি হাসপাতাল হিসেবে এই প্রকল্পের আওতায় আসে হাওড়া জেলা হাসপাতাল। এরপর বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মালদা, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলা হাসপাতাল এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের উপভোক্তারা ঐ সব সরকারি হাসাপাতলে ভর্তি হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে ওষুধ এবং অন্যান্য পরীক্ষার ব্যবস্থা বেসরকারি জায়গা থেকে করালেও তার খরচ বীমার মাধ্যমেই পরিশোধ করা হবে। এর জন্যে রোগীকে আলাদাভাবে খরচ করতে হবে না। রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় গাড়ি ভাড়া হিসেবে ১০০ টাকা এই বীমার আওতায় পাবেন। উপভোক্তার অসুখটি নির্দিষ্ট প্যাকেজের মধ্যে থাকলে এবং স্মার্ট কার্ডে যতক্ষণ ব্যালেন্স থাকবে ততক্ষণ রোগী অবশ্যই চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। যেহেতু সরকারি হাসপাতালে বি পি এল কার্ডের উপভোক্তাদের বিনা পয়সায় পরিষেবা দেওয়ার কথা তাই স্মার্ট কার্ডে ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলেও বা চিকিৎসার খরচ ৩০ হাজার টাকার বেশি হলেও উপভোক্তার চিকিৎসা বন্ধ হওয়া উচিত নয়।

'১০০ দিনে ১৫ দিন, স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ নিন'। বর্তমানে এই রকম একটি শ্লোগান চালু হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষরাই নন, দারিদ্রসীমার ওপরের মানুষরাও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ১৫ দিন কাজ করলেই এই বীমার আওতাভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একটি যৌথ প্রকল্প। প্রিমিয়ামের ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করে। নিবন্ধীকরণ ফি বাবদ ৩০ টাকা উপভোক্তা পরিবারকে দিতে হয়। প্রিমিয়ামের টাকা কখনই উপভোক্তা পরিবারকে দিতে হয় না। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের সহযোগিতায় প্রকল্পটি পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তর। স্টেট নোডাল এজেন্সি হিসেবে রয়েছে ডাইরেক্টরেট অফ ই এস আই। ডিস্ট্রিক্ট কি ম্যানেজার (ডি কে এম) হিসেবে জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির। এছাড়া রয়েছে বীমা কোম্পানীর পক্ষে নিযুক্ত থার্ড পার্টি এজেন্সি (টি পি এ)।

প্রকল্পটি পরিচালনার ক্ষেত্রে এতগুলি দপ্তর ও সংস্থা কাজ করলেও সদিচ্ছা এবং প্রচারের অভাবে মার খাচ্ছে এইরকম একটি কল্যাণমূলক বীমা প্রকল্প। উপভোক্তা নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলা পিছিয়ে রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রকল্পটিকে পুনরায় চাঙ্গা করতে সম্প্রতি অতিরিক্ত জেলাশাসকের (জেলা পরিষদ) উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) তথা ডিস্ট্রিক্ট কি ম্যানেজার (ডি কে এম) দিব্যেন্দু দাস জানান, চিকিৎসার প্যাকেজ মূল্যও বেসরকারি নার্সিংহোমগুলোর কাছে লোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটি সাফল্যের মুখ দেখছে না। বিগত আর্থিক বছরে মাত্র ১০,৯৬৫ জন রোগী এই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা করিয়েছেন। প্রকল্পটিতে উপভোক্তাদের রেজিস্ট্রেশনের হারও খুব কম। সম্ভবত প্রকল্পটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে সেভাবে প্রচার না করাতে প্রকল্পটি সেভাবে জনপ্রিয় হতে পারেনি। পাশাপাশি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলোর অনীহার কারণও কাজ করছে বলে তিনি জানান। জেলা নোডাল অফিসার (ডি কে এম) হীরক মন্ডল বলেন, উপভোক্তা ৩০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার পরেও প্রয়োজনের সময় চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ায় পরবর্তী বছরে নথিভুক্ত করার জন্য আর আগ্রহ দেখাননি এমন ঘটনাও ঘটেছে। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ব্লক অফিসে নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা চালু হলে প্রকল্পটি সাফল্যের মুখ দেখতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আলোচনা সভায় উপস্থিত বেসরকারি নার্সিংহোমগুলোর প্রতিনিধিরা জানান, 'চিকিৎসার প্যাকেজগুলি লাভজনক হলেও বেশ কিছু প্রশাসনিক সমস্যার কারণে আমরা প্রকল্পটির ব্যাপারে আগ্রহ হারাচ্ছি'। বেশ কিছু নার্সিংহোমের টাকা বীমা কোম্পানী পরিশোধ করেনি। রোগী ও রোগের তথ্য নথিভুক্ত করার জন্যে যে সফট্ওয়ার দেওয়া হয়েছে তা ঠিকমত কাজ করছে না। তাছাড়া এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে কমপক্ষে ১০টি বেডযুক্ত নার্সিংহোম হতে হবে বলে শর্ত রয়েছে। জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে এইরকম পরিকাঠামো কম নার্সিংহোমের রয়েছে বলে তারা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। পাশাপাশি সাধারণ প্রসবের প্যাকেজ মূল্য যথেষ্ট কম বলে নার্সিংহোমগুলো আগ্রহ হারাচ্ছে। কারণ চুক্তিতে বলা আছে প্রয়োজনে সাধারণ প্রসব অর্থাৎ নর্মাল ডেলিভারি করাতে হবে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ব্লক মেডিক্যাল হেলথ্ অফিসাররা (বি এম ও এইচ) জানান, একমাত্র মালবাজার ব্লক ছাড়া বাকি ১২টি ব্লকে ১০ বেডের বেশি হাসপাতাল আছে। সুতরাং ঐ ব্লকগুলোতে এই বীমাপ্রকল্প চালু করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এব্যাপারে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সি এম ও এইচ) উদ্যোগ নেবেন বলে জানান। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) জানান, জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গত আর্থিক বছরে ৯ লক্ষ টাকা আয় করে রোগী কল্যাণ সমিতির অ্যাকাউন্টে জমা করেছে। সুতরাং ব্লক হাসপাতালগুলোও এই প্রকল্পে আয় করে তাদের রোগী কল্যাণ সমিতির অ্যাকাউন্টে জমা রাখতে পারে। এই টাকা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও এই সুযোগ নেওয়া উচিত বলে তিনি জানান। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা প্রকল্পটিকে সফল করতে জলপাইগুড়ি জেলা জনস্বাস্থ্য শাখার উদ্যোগে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

(১) রেজিস্ট্রেশনের হার বাড়ানোর জন্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনি, জলপাইগুড়ি সেবাসদন এবং সি এন আই বি এস এস এর উদ্যোগে ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রতিটি ব্লকে প্রচার করা।

(২) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে সচেতনতা শিবির।

(৩) জেলা জনস্বাস্থ্য শাখার উদ্যোগে প্রায় ২০০টি'র মত হেলথ্ চেক আপ ক্যাম্প করা।

(৪) বেসরকারি নার্সিংহোমগুলোর পাশাপাশি যাতে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো এই প্রকল্পের আওতায় আসে তার উদ্যোগ নেওয়া।

(৫) সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো যাতে এক মাসের মধ্যে তাদের পাওনা বীমা কোম্পানী থেকে পায় তা নিশ্চিত করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা

গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহ ও আয়ের উৎস সম্পর্কিত

১. গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ কী?
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, মানব সম্পদ ও মানবসৃষ্ট সম্পদ, যা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আছে।

২. সম্পদ গড়ে তোলার বা সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী?
গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশি আয় বা মানুষের বেশি কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া অথবা পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসিত স্থানীয় সরকারে পরিণত করা এবং এলাকার মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলি কী কী?
১) গৃহ ও বাস্তু জমির উপর কর বাবদ আয় (৪৬ ধারা)। তালিকা রেজিস্টার ফর্ম-৯(১)।
২) উপবিধি তৈরি করে টোল, অভিকর ও ফি বাবদ আয় (৪৭, ২২৩ ধারা)।
৩) গৃহ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ফি বাবদ আয় (২৩ ধারা) [প্রশাসন নিয়মাবলী (০৪) - নিয়ম ২৭(৫)]
৪) ফেরিঘাট, খোঁয়ার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত সরকারি/বেসরকারি সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত বাবদ আয়) [তালিকা রেজিস্টার ফর্ম ৯(৮), ৯(৯)] [আর্থিক নিয়মাবলীর (২০০৭) নিয়ম ১৩(১)]।
৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে বা ব্যক্তি মালিকানার জমিতে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন বাবদ বার্ষিক লাইসেন্স ফি বা এককালীন ফি বাবদ আয়। [পত্রাঙ্কনং: ৫০৯৪/পি.এন/ও/এক/২এম-৪/০৩ (অংশ-১) তারিখ ২২.১২.২০০৮]
৬) কোনও ট্রাস্টি অথবা কোনও ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে দান বা এরকম কোনও সম্পত্তি থেকে পাওয়া আয়। [ধারা ৪৫(১) (চ)]
৭) পরিষেবা প্রদান করে আয় (যেমন বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যু শংসাপত্রের জন্য ফি, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য ফি)।
৮) গচ্ছিত জমার উপর সুদ বাবদ এবং ঋণ বাবদ আয়। [ধারা ৪৫(১) (জ)]

৪. কর এবং অ-কর নির্ধারণ তালিকা, কে কখন কার মাধ্যমে তৈরি করবেন?
গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিব ঐ তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রতি বছর ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরবর্তী আর্থিক বছরের কর এবং অ-কর নির্ধারণ তালিকা প্রাথমিকভাবে তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পেশ করতে হবে।

৫. কীসের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হবে?
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী ২০০৪-এর ৫৭নং নিয়ম অনুযায়ী স্বঘোষণা পত্র (ফর্ম-৫ক) মাধ্যমে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক প্রতিটি পরিবারের গৃহ ও জমির পরিমাণ ও বাজারমূল্য সংগহ করে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে (৬নং ফর্মে) তুলে ৯ এর পার্ট-১ এর ফর্মে লিপিবদ্ধ করে নির্ধারণ তালিকা তৈরি হবে। অবশ্য স্বঘোষণা ফর্ম না পাওয়া গেলে বা ঐ ফর্মের তথ্য গ্রহণযোগ্য না হলে গ্রাম পঞ্চায়েত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ তালিকা তৈরি করবে। সেই তালিকা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেচনার জন্য পেশ করবে।

৬. কোন কোন জমি বা গৃহের উপর গ্রাম পঞ্চায়েত ট্যাক্স ধার্য করতে পারে না? [ধারা ৪৬(২)]
(ক) বাস্তু জমি ও বাড়ির বার্ষিক মূল্য যদি ২৫০ টাকার বেশি না হয়।
(খ) কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দখলীকৃত কোনও জমি বা বাড়ি যা পুরোপুরি জনস্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা ব্যবহৃত হবে এবং যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় অথবা ব্যবহৃত হবে না।
(গ) সম্পূর্ণ ধর্মীয়, শিক্ষাগত অথবা সেবামূলক কাজে ব্যবহৃত জমি ও বাড়ি।
(ঘ) এছাড়া রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে এক বা একাধিক শ্রেণীর কোনও সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের করের আওতার বাইরে রাখতে পারে। **[ধারা ৪৬(৩)]**

৭. কর এবং অ-কর নির্ধারণ তালিকা কবে প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুমোদিত হয়?
৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

৮. পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে কবে এই তালিকার অনুলিপি পাঠানো হবে?
৫ই অক্টোবরের মধ্যে।

৯. কবে তিনি এই তালিকা তাঁর মন্তব্য সহ গ্রাম পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠাবেন?
২০শে অক্টোবরের মধ্যে।

১০. গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের মন্তব্যে একমত না হলে কাকে জানাবে?
মন্তব্য পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে।

১১. গ্রাম পঞ্চায়েত কবে পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের মন্তব্যগুলি পর্যালোচনা করে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করবে?
১০ই নভেম্বরের মধ্যে। অন্তত পক্ষে দু'টি প্রকাশ্য স্থানে খেলাপী করদাতাদের নামের তালিকা সহ প্রকাশ করতে হবে।

১২. এই তালিকা গ্রাম সংসদে আলোচিত হবে কি?
হ্যাঁ, নভেম্বর মাসের গ্রাম সংসদের ষাণ্মাসিক সভায় আলোচিত হবে।

১৩. করদাতারা দাবি কিংবা আপত্তি জানাতে পারবে কি?
হ্যাঁ, সংশোধিত তালিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে **[**নিয়ম -৬০(৩)**]**।

১৪. এই মর্মে প্রধান কত নং ফর্মে নোটিশ দেবেন?
প্রশাসন নিয়মাবলী , ০৮-এর ১০ নং ফর্মে।

১৫. করদাতাদের আপত্তির শুনানি কবে হবে?
৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে।

১৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধিত হয়ে কবে প্রকাশ করা হবে?
সাধারণভাবে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য গ্রাম সভার অধিবেশনে প্রকাশ করা হয় **[**নিয়ম -৬০(৫)**]**।

১৭. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে আপিল ও আপত্তি কত তারিখের মধ্যে করা যাবে?
গ্রাম সভার অধিবেশনে নোটিশ সহ সংশোধিত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে।

১৮. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক ঐ আপিল ও আপত্তি শুনানি ও নিস্পত্তি কত তারিখের মধ্যে করবেন?
সাধারণভাবে সংশোধিত তালিকা প্রকাশিত হওয়র পরবর্তী এক মাসের মধ্যে **[**নিয়ম -৬০(৬)**]**।

১৯. সংশোধিত ও চুড়ান্ত কর নির্ধারণ তালিকা কত তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত হবে?
সাধারণভাবে ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে। অন্তত পক্ষে দু'টি প্রকাশ্য স্থানে **[**নিয়ম -৬০(৭)**]**।

২০. যদি উক্ত সময় সারণী গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ কারণে না মানতে পারে তাহলে কী করণীয়?
গ্রাম পঞ্চায়েত কারণ দেখিয়ে মিটিং-এ সিদ্ধান্ত করে নতুন করে দিন নির্ধারণ করে পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিককে জানাবে। **[**নিয়ম -৬০(৮)ও (৯)**]**।

২১. নির্ধারণ তালিকা চুড়ান্ত প্রকাশের পর কি সংশোধন করা যায়? গেলে তা কোন ক্ষেত্রে?
হ্যাঁ, যদি কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ করা ভুল হয়ে থাকে অথবা ভুল তথ্যের জন্য তালিকা ভুল হয় তবে উক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে কর নির্ধারণ করতে হবে। **[**নিয়ম -৬০(ক)**]**।

২২. বর্ধিত বা সংশোধিত কর কবে থেকে কার্যকর হবে?
যে ত্রৈমাসিক সময় (কোয়ার্টারে) এরূপ সংশোধন হয়েছে সেই সময় থেকে অথবা যখন থেকে এইরূপ কর দেয়, দু'টির মধ্যে যে তারিখ পরে হবে **[**নিয়ম -৬০ক(৪)**]**।

২৩. কীভাবে ও কখন কর জমা দিতে হবে?
সমান হারে ত্রৈমাসিক (চার কিস্তিতে) কিস্তিতে দেওয়া যাবে। কিস্তি আরম্ভের প্রথম তারিখেই কর দেয় হবে। যেমন প্রথম কিস্তি ১লা এপ্রিল দেয় হবে। কিস্তি আরম্ভের তিন সপ্তাহের মধ্যে কর আদায়কারীর কাছে অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতে কর জমা দেওয়া যাবে।

২৪. যদি করদাতা কর না দেন তবে প্রাথমিক কর্তব্য কী?
কিস্তি আরম্ভের প্রথম তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের পরে খেলাপী করদাতাদের নামের তালিকা তৈরি করতে হবে এবং দু'টি প্রকাশ্য স্থানে টাঙাতে হবে। যদি তালিকা প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে করদাতা কর না দেন তবে ৬২(৩) নিয়ম মতে ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ গ্রাম সংসদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক সভায় খেলাপী তালিকা পেশ করে কর আদায়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে, গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় আলোচনা করতে হবে এবং আদায়ের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

২৫. গ্রাম পঞ্চায়েত কি কর আদায়ের জন্য সংগ্রহ শিবির (Collection Camp) করতে পারে?
হ্যাঁ, ফসল ওঠার পর বা অন্য উপযুক্ত সময়ে **[**নিয়ম -৬২(৩)**]**।

২৬. যদি ৬২(৩) নিয়মমতে কর বা অন্যান্য বকেয়া আদায় করতে না পারে তবে আদায়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?
আইনের ২২নং ধারার বিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪ এর সংযোজনী ৩ **(W.B. form 1028)** মারফত **Certificate Officer**- এর কাছে লিখিত পাঠাতে পারেন যাতে বকেয়া কর **Public Demand Recovery Act** অনুযায়ী আদায় করা যায়। **[**নিয়ম -৬২(৪)**]**।

তথ্যসূত্র: গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-উপপ্রধান.....প্রমুখের প্রশিক্ষণ পাঠোপকরণ
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম পাতার পর...

স্থানীয় সরকার - স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয়

তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসার পর যাতে পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয় সে ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধান সহ নির্বাচিত সদস্যদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। পঞ্চায়েত প্রধান নুনীবালা মাহাত ও অন্যান্য সদস্যরা এম ডি জি'র লক্ষ্যপূরণে পঞ্চায়েত ও লোক কল্যাণ পরিষদের যৌথ কাজের উপর জোর দেন এবং এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে পঞ্চায়েত সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

পঞ্চায়েত ব্যাঙ্ক

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে ৩৩৫১টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯৩৮টিতে কোন ব্যাঙ্ক পরিষেবা নেই। ফলে এই সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ ও স্বনির্ভর দলগুলিকে ব্যাঙ্ক পরিষেবা পেতে গেলে ৮-১০ কিলোমিটার, এমনকি তারও বেশি রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। তার উপর গ্রামে যানবাহনের সুযোগও তেমন নেই। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে উদ্যোগী হয়েছিল রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে ব্যাঙ্ক বিহীন ৯৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের শাখা অফিস খুলল। এবার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতে এলেই সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কের কাজও সেরে ফেলতে পারবেন।

জনমুখী পঞ্চায়েত গড়তে ষান্মাসিক গ্রাম সংসদ সভা সফল করে তুলুন

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ষান্মাসিক সংসদ সভার গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। এবার তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, নির্বাচনের পর নতুন পঞ্চায়েত বোর্ডের কাছে এটাই প্রথম সংসদ সভা এবং এই সভা সফল করে তোলাটাই তাদের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের ১০.১০.২০১৩ তারিখের আদেশনামার শেষ অংশে এই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে, **'যেহেতু ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের খসড়া উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট ষান্মাসিক গ্রাম সংসদ সভাগুলিতে এবং গ্রাম সভাগুলিতে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য পেশ করা প্রয়োজন তাই আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে সকল গ্রাম সংসদ সভা এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে গ্রাম সভা শেষ করা একান্ত জরুরী'**।

গ্রাম সংসদ সভা মানে আপনাদের সবার মিলিত সভা। আপনার মতামত, ভাবনা, চাহিদা তুলে ধরার সভা। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে বিচার বিবেচনা করার সভা। উন্নয়নের কি কি কাজ হবে তা ঠিক করার সভা। ভোট দেওয়া যেমন নাগরিক হিসেবে আপনাদের অধিকার, তেমনি গ্রাম সংসদে যাওয়াও আপনাদের একই রকম নিজস্ব অধিকার। এই অধিকার প্রয়োগ করতে সবাই মিলে সংসদ সভায় যোগ দিয়ে সভাকে সফল করে তুলুন।

লোক কল্যাণ পরিষদের আবেদন

মনে রাখা দরকার, গ্রাম সংসদ সভায় সংসদের সব ভোটারদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ ভাগ লোক হাজির হলে তবে কোরাম হয়। সভা পরিচালনা করবেন প্রধান, তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান বা তিনিও অনুপস্থিত থাকলে সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য। আপনারা সবাই উপস্থিত হয়ে একটা রেজিস্টারে সই করবেন। যা যা অলোচনা হয়ে সিদ্ধান্ত হবে তা সেই রেজিস্টারে লিখতে হবে। মনে রাখবেন, কোনো আলগা কাগজে গ্রাম সংসদের সিদ্ধান্ত লেখা যাবে না। রেজিস্টারেই তা লিখতে হবে এবং তারপর সবাইকে পড়ে শোনাতে হবে। সভার শেষে সবার সামনে সভাপতি সেই রেজিস্টারে সই করবেন। রেজিস্টারে যা সিদ্ধান্ত লেখা হল তার একটি কপি (জেরক্স)অবশ্যই আপনাদের কাছেও থাকবে। মনে রাখবেন, এটা কোন দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়, এটা আপনাদের অধিকার। গ্রাম সংসদের ষান্মাসিক সভায় কি কি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আসুন আর একবার তা ভাল করে জেনে নিই।

- বিগত ছ'মাসে কি কি কাজ হয়েছে তার রিপোর্ট পেশ করা হয় ও আলোচনা করা হয়। আপনাকে জানতে হবে আপনার সংসদে কি কাজ হয়েছে, কেমন কাজ হয়েছে। আরো জানতে হবে, যে সমস্ত কাজের কথা ছিল সে কাজগুলি হয়েছে কিনা?

- চলতি বছরে প্রথম ছ'মাসে কত টাকা কোন কোন প্রকল্প বাবদ পাওয়া গেছে এবং তার কতটা কিভাবে খরচ হয়েছে।

- ১০০ দিনের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে। মনে রাখবেন, ১০০ দিনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা গ্রাম সংসদের কর্তব্য। এলাকায় কেমন কাজ হচ্ছে, যারা কাজ চেয়েছিলো তারা সবাই কাজ পেল কিনা, শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিক মহিলা ছিলো কিনা, ঠিক মত মজুরি দেওয়া হয়েছে কিনা, কাজটা ভালো মত হয়েছে কিনা, কাজের সামাজিক নিরীক্ষা হয়েছে কিনা, প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করুন, প্রশ্ন করুন, জানতে চান। এই প্রকল্পে আগামী বছরের খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করুন।

- গ্রামের মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এস জি এস ওয়াই/এস এইচ জি দল ও উপসংঘের কাজে পঞ্চায়েতের কতটা সাহায্য প্রয়োজন, প্রকল্প ভিত্তিক প্রশিক্ষণে পঞ্চায়েত কতটা উদ্যোগী হচ্ছে সে ব্যাপারে আলোচনা করুন। স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ব্যাপারে পঞ্চায়েত কতটা সাহায্য করতে পারে সেটাও জেনে রাখুন।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের চলতি কর্মপরিকল্পনার কোন পরিবর্তনের অথবা নতুন কোনও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

- ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা প্রকল্প, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প , জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা,অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্রভৃতি সরকারি পরিষেবামূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন করুন। যোগ্য ব্যক্তিরা এই সুযোগ পাচ্ছেন কিনা জেনে নিন। উপযুক্ত ব্যক্তিরা এর আওতার বাইরে থাকলে তাদের নাম নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নিন।

- 'সহায়' কর্মসূচির উপভোক্তা চিহ্নিত করার বিষয়টি ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা এবং যোগ্য ব্যক্তিরা তালিকাভুক্ত হচ্ছেন কিনা তা দেখুন এবং তাদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে সেটা নিয়েও আলোনা করুন।

- আগামী বছরের বাজেটের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করুন।

- আগামী বছরের কর্ম পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে আলোচনা করুন।

- বিগত বছরের বাৎসরিক হিসাবের উপর অডিট রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করুন।

আপনাদের এলাকায় কবে গ্রাম সংসদের সভা হবে তা গ্রাম পঞ্চায়েত নোটিশ দিয়ে জানাবে। পঞ্চায়েত পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করে সভা কবে হবে, কোথায় হবে, কখন হবে জানিয়ে দেবে। ভালো করে শুনে রাখুন আর মনে রাখুন। গ্রাম সংসদের সভায় যেতে যেন কোন ভুল না হয়। সভায় গিয়ে প্রথমে খাতায় সই করুন। যদি কোরাম না হয়, তাহলে সভা মুলতুবি হবে। আর যদি আপনারা সবাই হাজির হয়েছেন কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান বা উপপ্রধান বা সদস্যরা হাজির হননি, সেক্ষেত্রে সভা মুলতুবি হবে না। প্রথম সভাটাই আবার করতে হবে। আর যদি সভা মুলতুবি হয় তাহলে ঠিক সাতদিন পরে একই জায়গায়, একই সময়ে আবার মুলতুবি সভা হবে। সেখানে শতকরা ৫ ভাগ লোক এলে কোরাম হবে। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রথম সভাটাই নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

পাখী প্রেমে যজ্ঞনগর

রুবী আখতার বানু: বীরভূম জেলার বোলপুরের যজ্ঞনগর গ্রাম। গ্রামটি ঘিরে রেখেছে শ'দুয়েক তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছগুলিই গ্রামের সম্পদ। জ্যৈষ্ট মাস থেকে তেঁতুল গাছের টানেই উড়ে আসে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখী। এই মুক্ত অতিথি পাখীদের আপ্যায়ন, যত্ন, এমনকি চিকিৎসা করা এই গ্রামের অভ্যাস। গ্রামের আট থেকে আশি সবাই পাখী ভালোবাসে। গ্রামবাসীদের ধারণা, পরিযায়ী পাখীদের আনাগোনার ওপরই গ্রামের ভাল খারাপ নির্ভর করে। যে বছর পাখীরা আসে না বা কম আসে, সে বছর মাঠের ফসল কম হয়, ফসলে পোকা লাগে। তাই পাখী ওদের কাছে দেবতার মত। সংস্কার যাই হোক, গ্রামের মানুষের এই পাখীদের প্রতি ভালোবাসা পরিবেশ সুরক্ষার একটি বড় দিক।

ফিঙে নাচে গাছে গাছে

চৈতালী গঁরাই: ফিঙে কালো কুচকুচে পাখী। কালোর ওপর চকচকে নীল আভা থাকে। ফিঙে নাচে গাছে গাছে। কাককে তাড়া করে, চিল, বাজকেও আক্রমণ করে। ফিঙে দেখা যায় পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, হিমালয়ের পাদদেশ, নেপাল, সিকিম, ভুটান, অসম ,মনিপুর, রাজস্থান, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে। এরা পতঙ্গভূক। মধু খায়। ফিঙে চাষীর খুব বন্ধু। চাষের ক্ষতিকারক পোকা ধ্বংস করতে ওস্তাদ। এদের মেজাজ খুব কড়া। এরা খুব আরাম প্রিয়। গরু -মোষ-ছাগলের পিঠে বসে দোল খেতে পছন্দ করে। ফিঙে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। তাই আমাদের মাঠে-ঘাটে-আকাশে ফিঙের দাপাদাপি দেখা যায়। বর্তমানে ফিঙের দেখা মিলছে কম। বোধহয় ফিঙেও হারিয়ে যেতে বসেছে। ফিঙে সংরক্ষণ করা জরুরী। না হলে আগামীতে ফিঙেরও আর দেখা মিলবে না।

কাঠবেড়ালী কি সত্যিই হারিয়ে যাবে?

চৈতালী গঁরাই:বাংলায় এক লৌকিক ছড়া আছে,'কাঠবেড়ালী কাঠের রং/ কালীতলায় ড্যাড্যাং-ড্যাং'। ছড়া থেকে স্পষ্ট কাঠবেড়ালী ড্যাং ড্যাং করে যেখানে খুশী যেতে পারে, লাফাতে পারে। কাঠবেড়ালীর সামনের ও পিছনের পা প্রশস্ত চামড়ার পর্দা দ্বারা যুক্ত। কোনও প্রজাতির পিছনের পা দু'টি লেজের সঙ্গে একইভাবে যুক্ত থাকে। এই পর্দার সাহায্যে বাতাসে ভেসে এক গাছ থেকে আর এক গাছে এরা যেতে পারে। এদের উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী বলে।

সমস্ত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কাঠবেড়ালী দেখা যায়। আমেরিকায় দেখা যায় নানা প্রজাতির কাঠবেড়ালী। সাধারণত: কাঠবেড়ালী সবুজ উদ্ভিদ, ফল বাদাম খায়। কেউ কেউ প্রাণীর মাংস খেতেও পছন্দ করে। এক ঋতুতে এরা পাখীও খায়। এরা অত্যন্ত সক্রিয় ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। গাছগাছালিতে, রাস্তায়, পাহাড়ে বা দেওয়ালের ফাটলে এরা বাস করে। তবে আজ আর বিশেষ দেখা যায় না কাঠবেড়ালীদের। গৃহস্থের ঘরে আর কুটুস কুটুস করে ধান খেতেও আসে না। অত্যধিক বিষ প্রয়োগে, এমনকি কাঠবেড়ালী মেরে খাওয়ার ফলে-হারিয়ে যেতে বসেছে গায়ে ডোরা কাটা ছোট্ট নিরীহ প্রাণীটি। কাঠবেড়ালীর মত নিরীহ প্রাণীদের সংরক্ষণ করতে পরিবেশ বন্ধুরা কি এগিয়ে আসবেন না?

পুষ্টি বাগান করে আয় বাড়াল মহিলা কিষাণ

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত জয়পুর থানার অধীন জয়পুর গ্রাম। আমি জয়পুর গ্রামের নামোপাড়া সংসদের শরৎ স্বনির্ভর দলের একজন দলনেত্রী। আমার দলের মোট সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। কিন্তু আমাদের দলের কোনও সদস্যরেই পুষ্টি বাগান সম্পর্কে যেমন লাউ, বেগুন, কুমড়ো প্রভৃতি সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি লোক কল্যাণ পরিষদের সাথে যুক্ত হওয়ার সুবাদে লাউ, বেগুন, কুমড়ো প্রভৃতি চাষবাস সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়। পরে আমরা আবার দলের মধ্যে পুষ্টি বাগান সম্পর্কে আলোচনা করি। আমি আমার ২০ ডেসিমেল জমিতে পুষ্টি বাগান করি। এই বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি লাউ ও কুমড়ো বীজ লাগিয়েছিলাম। ফলন ভালই হয়েছে। এক হাজার টাকার মত লাউ, কুমড়ো বিক্রি করেছিলাম। পাড়ার প্রতিবেশীদের মধ্যেও কিছু কিছু বিলি করেছি। নিজেরা বাড়ীতেও খেয়েছি। এইভাবে সারা বছর ধরে যদি আমরা কিছু না কিছু লাগাই তাহলে আমরা নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি কিছু উপার্জনও করতে পারব।

মানভূমের করম উৎসব

পবন চন্দ্র তেওয়ারী: প্রবাদ আছে বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বন। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই পরব বা পার্বনগুলো কিভাবে পালন করা হয় তা বিশদভাবে জানা না গেলেও, আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে সবরকম পরবই বিপুল উৎসাহের সাথে পালন করা হয়।

এই পরবগুলি হল- **ছৌ-পরব, রোহিন পরব, গ্রামসেবা, ঝাঁপান বা জাঁত পরব, করম পরব, ছাতা পরব, দশহারা, বাদানা (শহরই) পরব, রাস পরব, মকর পরব, সিঝানো পরব, শিবের বিহা, দোল পরব, চৈত পরব**- এই প্রত্যেকটা পরবই যেমন আনন্দ উৎসাহে উদ্দীপনা যোগায়, তেমনি প্রত্যেকটা পরবের পিছনে জুড়ে থাকে সামাজিক চেতনাও।

আমাদের এবারের আলোচনা এখানকার **করম পরব বা জাওয়া পরব** সম্পর্কে। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে বিশেষ করে মাহাত (কুড়মি) সমাজের যুবতী-কিশোরীদের সাথে সাথে অন্যান্য আদিবাসী ও হরিজন সমাজের মেয়েরাও নদী বা পুকুরে স্নান করে ডালা, খাঁচি বা খারাতে বালি ভর্তি কুর্থিকে হলুদ মাখিয়ে তা সেই বালিতে পুঁতে দেয়। তারপর প্রত্যেকদিন স্নান করে সেই কুর্থীতে জল দিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের আখড়া চার রাস্তা জীরাবাথান এ, করম গীত এবং নাচ চলতে থাকে, যা শেষ হয় পার্শ্ব একাদশীর দিন। সেই অবধি কুর্থী গাছগুলি ৮-১০ ইঞ্চি বড় হয়ে ওঠে।

একাদশীর দিন সারা মানভূম জুড়ে ঘরে ঘরে একটা সাজো সাজো রব ওঠে। সকাল থেকেই সব মেয়েরা ফুল মালা নৈবেদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর সন্ধ্যার সময় গ্রামের আখড়া চার রাস্তাতে করম গাছের ডাল কেটে তা পুঁতে করম পূজা করা হয়। করম ডালের চর্তুদিকে জাওয়া গাছের (কুর্থী) চারাগুলোকে সাজানো হয়। তাই একে আবার অনেকে জাওয়া পরব বা জাওয়া নাচ বলে থাকেন।

এই ডালতলাতে বসে সমস্ত ব্রতীগণ পুরোহিত মশাইকে দিয়ে পূজো করান এবং ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে বলেন,'নিজের করম ভাইয়ের ধরম'।

মানভূমে প্রচলিত এই করম পরব বা জাওয়া পরব এবং জাওয়া নাচকে যদি একটু স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে বোঝা যাবে, প্রত্যেকটা কুর্থী গাছ (জাওয়া) আমাদের মেয়ে বা বোন। আর করম গাছ অভিভাবক।

ডালা, খাঁচি বা খারাতে যেভাবে জাওয়া গাছগুলিকে বড়ো করে তোলা হয়, সামাজিক অর্থে মেয়ে বা বোনদের ঠিক তেমনি সীমার মধ্যে রেখে লালন পালন করে নারী জাতির নতুন প্রজন্মকে আহ্বান জানানো হয়।

হয়তো সেই চিন্তাকে মাথায় রেখেই এখানে আর একটা প্রথা চালু আছে। সেটা হল মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার প্রথম বছরে জাওয়া পরব অবধি বাবার বাড়ি থেকে নববিবাহিত মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে ঘটা করে শাড়ী, ঢুঁকী, ছাতা ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া হয়, যাকে এখানকার ভাষায় করম শাড়ী বলা হয়। যার অর্থ মেয়েরা যেন শ্বশুর বাড়ীতে থেকেও মানভূমের মহান ঐতিহ্য জাওয়া নাচ বা করম উৎসবকে ভুলে না যায়।

বীরভূমে 'সুসংহত জলবিভাজিকা পরিচালন কর্মসূচি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের তাঁতিপাড়া পঞ্চায়েত ভবনে লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে সুসংহত জলবিভাজিকা পরিচালন কর্মসূচির অধীন ব্যবহারিক গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬ ও ১৭ নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক দেবাশীষ ঘোষ, বন আধিকারিক সৌমেন্দু নাথ রায়, লোক কল্যাণ পরিষদের জলবিভাজিকা পরিচালন কর্মসূচির প্রকল্প আধিকারিক ড: বিবেকানন্দ সান্যাল ও ফিল্ড কো-অর্ডিনটের সত্য নারায়ন সর্দার এবং অভিজিৎ দাস উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণে জৈব সারের ব্যবহার ও তার সুফল, জল সংরক্ষণ ও তার সঠিক ব্যবহার, পরিবেশমুখী সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাপনা সহ এই র্মসূচির অধীন অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৫০জন স্থানীয় চাষী এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

প্রথম পাতার পর...

বি পি এল তালিকা

অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রের মতে, এখানে ২৬-২৮ শতাংশ মানুষই দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের মতে, এই সংখ্যা অন্তত: ৫০ শতাংশের কাছাকাছি হবে। গ্রামের গরীব মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের মতে, সঠিক পদ্ধতি মেনে বি পি এল তালিকা তৈরি হলে গড়ে ৫০-৬০ শতাংশ মানুষের নাম বি পি এল তালিকায় থাকা উচিত।

একশ' দিনের কাজ সম্পর্কে তথ্যগুলি জানুন

- *এ পি এল/বি পি এল নির্বিশেষে গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী পরিবারের নাম নথিভুক্ত করতে হবে।*
- *জব কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।*
- *নাম নথিভুক্ত করতে ও জব কার্ড পেতে কোনও খরচ লাগে না।*
- *নির্ধারিত ফর্মে (ব্যক্তিগত, দলগত) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কাজের জন্য আবেদন করার পর আবেদন প্রাপ্তির রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।*
- *আবেদনপত্রে যেদিন থেকে কাজ চাওয়া হয়েছে সেদিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক। কাজ দিতে না পারলে বেকার ভাতা দিতে হবে।*
- *জব কার্ড উপভোক্তার কাছেই থাকবে।*
- *কাজের হাজিরা মাস্টার রোলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।*
- *মজুরির হার জেনে নিতে হবে।*
- *মজুরি পেতে ব্যাঙ্ক/পোষ্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।*
- *ঠিকাদারদের মাধ্যমে এই প্রকল্পে কোনওরূপ কাজ করানো যাবে না।*
- *অভিযোগ থাকলে তা গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক অফিসে (বিডিও-র কাছে) জানাতে হবে।*

প্রথম পাতার পর...

মানুষের কাছে পঞ্চায়েত

আধিকারিকদের কাছে পেয়ে সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবী-দাওয়ার কথা তুলে ধরেন। তারাও যথাসম্ভব সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের রাস্তা বলে দেন। কিছু ক্ষেত্রে ওখানে বসেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ও জাতিগত শংসাপত্রজনিত সমস্যা, নিকাশি নালায় জল জমে যাওয়া, রাস্তা মেরামত, বিদ্যুৎ সংযোগ, রেশন, নলকূপের সমস্যার মত একাধিক সমস্যা এবং স্থানীয় গাঙ্গুর নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার মত সামগ্রিক সমস্যার কথাও তুলে ধরেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। প্রতিটি সমস্যার কথা নথিভুক্ত করে রাখা হয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে।

সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক রুমেলা দে গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরেন। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় ওই সভা থেকে। সভা শেষে সভাধিপতি দেবু টুডু পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জনগণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলুন। প্রয়োজন হলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরুন এবং মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনুন। পঞ্চায়েতে পরিষেবা নিতে আসা মানুষকে অযথা ঘোরাবেন না'।

এই প্রকল্পের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল ছিল দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের লবনধর গ্রাম। এখানেও জেলা সভাধিপতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে তাদের অভাব অভিযোগ ও নানা ধরনের সমস্যার কথা শোনেন। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের সামনে পেয়ে প্রায় হাজারখানেক গ্রামবাসী তাদের দাবিদাওয়াগুলি তুলে ধরেন। সরকারি আধিকারিকরা ওখানে বসেই তা নথিভুক্ত করেন। প্রায় শতাধিক প্রকল্পের কথা এখানে উঠে আসে। জেলা সভাধিপতি এই অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, প্রথমদিকে মূলত: পিছিয়ে পড়া তফসিলী জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এই ধরনের সভার আয়োজন করা হবে।

ওড়গ্রামে পূরণ হল রুটি-রুজির প্রতিশ্রুতি

প্রদীপ কুমার মুখার্জ্জী: প্রতিশ্রুতি মত কথা রাখলো বর্ধমান জেলা পরিষদ। বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রধান হিসাবে শপথ নেওয়ার পর পরই সভাধিপতি কথা দিয়েছিলেন ওড়গ্রামের বন্ধ হয়ে যাওয়া 'সমন্বয়ী' প্রকল্প ফের চালু করা হবে। সেই মত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজে ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। তার আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও ভাতারে এসে ওড়গ্রামের 'সমন্বয়ী' প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও জেলা সভাধিপতি দেবু টুডুর সক্রিয় সহায়তা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতি পূরণ হল। তাদের আশ্বাসের ভিত্তিতে দু'মাসের মধ্যেই ভাতারের ওড়গ্রাম 'সমন্বয়ী' প্রকল্পের রুটি কারখানা চালু হওয়ায় কর্মীরা রোজগারের রাস্তা খুঁজে পেল।

প্রায় দু'বছর ধরে বন্ধ থাকার পর এই কারখানা পুনরায় চালু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দা সহ 'সমন্বয়ী'র কর্মীরা।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু জানান, আপাতত 'সমন্বয়ী' প্রকল্পের রুটি কারখানা চালু করা হল। এর পর ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রকল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানো হবে। এতে একদিকে যেমন পুরোনো কর্মীরা কাজ ফিরে পাবেন, তেমনি নতুন করে এলাকার বহু বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। 'সমন্বয়ী'কে নতুন করে সাজিয়ে তোলার ব্যাপারেও বর্ধমান জেলা পরিষদ চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে বর্ধমান জেলা পরিষদের অধীনে ভাতারের ওড়গ্রাম জঙ্গলমহল এলাকায় গড়ে উঠেছিল 'সমন্বয়ী' নামে বহুমুখী প্রকল্প। এখানে হর্টিকালচার, পশুপালন, হস্তশিল্পের মত একাধিক প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে 'সমন্বয়ী' রুগ্ন হয়ে পড়ায় প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়ে যায়। বকেয়া বেতন সহ কাজ ফিরে পাওয়ায় রুটি কারখানার কর্মীরা আনন্দিত। স্থানীয় প্রশাসনসূত্রে জানা গেছে 'সমন্বয়ী'তে ধীরে ধীরে রুটি উৎপাদন বাড়ানো হবে।

যৌথ চাষে লাভবান হল হিঞ্জরী বিবেকানন্দ মহিলা সমিতি

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের অন্তর্গত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের হিঞ্জরী শ্যামপুর সংসদের হিঞ্জরী গ্রামে একমাত্র তপসিলি উপজাতি স্বনির্ভর দল হিঞ্জরী বিবেকানন্দ মহিলা সমিতি। দলটি তৈরি হয়েছে ২০১০ সালের ১৩ অক্টোবর। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পুন্দাক শাখায় দলের নামে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যার নং - ২২৪৫৩৫৮১০৭৫। ২০১৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দলের মোট সঞ্চয় ৬৫০০ টাকা। তার সাথে ব্যাঙ্কের সুদ যোগ হয়েছে ২৪৫ টাকা। ব্যাঙ্কে মোট জমার পরিমাণ ৬৭৪৫ টাকা। দলের মোট সদস্যা ১০ জন। সবাই গরীব পরিবারভুক্ত। লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীরা বারে বারে মিটিং করে বোঝানোর ফলে এ বছর আষাঢ় মাসে অর্থাৎ জুন মাসে ১০-১২ তারিখ ১বিঘা ২০ শতক জমিতে যৌথভাবে দলের সকলে মিলে ভুট্টা চাষ করেন। প্রথমে বীজ হিসাবে ৬ কেজি হাইব্রিড ভুট্টা কাজে লাগান। জমিতে সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে গোবর সার ও পচা আবর্জনা ব্যবহার করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ২ তারিখে দলের সবাই ভুট্টা ভাগ করেন। মোট ভুট্টা হয়েছে ২ কুইন্টাল ১০ কেজি। আর ভুট্টা গাছের জ্বালানী পাওয়া গেছে ৮৫-৯০ কেজি। প্রত্যেকে ২১ কেজি করে ভুট্টা ভাগে পেয়েছেন। দলের দলনেত্রী আলপনা রায় ও সহ দলনেত্রী দশমী সিং এর মতে, এইভাবে যৌথ চাষ করে একসঙ্গে ফসল উৎপাদন করা যায় ও লাভবান হওয়া যায় তা তারা প্রথমবার চাষ করে জানতে পারলেন। এর পরে যৌথভাবে কাজ করার জন্য দলের সকলের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এই দলের আর এক সদস্যা চম্পা সিং এর বক্তব্য হল, আমরা খুব গরীব ও নীচু জাত বলে কেউই তেমন কিছু যুক্তি ,পরামর্শ ও সাহায্যের ব্যাপারে এগিয়ে আসেন না। কিন্তু লোক কল্যাণ পরিষদের সমাজকর্মীরা আজ যেভাবে যুক্তি, পরামর্শ দিয়ে আমাদের পথ দেখালনে তাতে আমাদের সাহস বেড়ে গেল। আশা করি, আগামী দিনে যৌথ চাষকে বাড়াবার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সাহসের পরিচয় রাখতে পারব।

চাষীদের আয় বাড়াতে বাঁধাকফি ও সরষে চাষ

বার্তা প্রতিনিধি: শীতকালীন শাক সবজির মধ্যে বাঁধাকফির চাষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শীতের ৩/৪ মাস বাজারে বাঁধাকফির যথেষ্ট চাহিদা থাকে। বর্তমান বাজার দরও আগের চেয়ে যথেষ্ট বেশি। বাঁধাকফি চাষে চাষীরা দু'দিক থেকেই লাভবান হতে পারেন। একদিকে এই দুর্মূল্যের বাজারে বাড়ীর সবজি কেনার টাকা যেমন সাশ্রয় করতে পারেন, তেমনি আবার বাজারে বিক্রি করেও ভাল আয় করতে পারেন। নাবি-ড্রাম হেড প্রজাতির বাঁধাকফি চাষ লাভজনক। আশ্বিন, কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসেও বাঁধাকফি লাগানো যেতে পারে। সাধারণত: চাষীরা আমন ধান কাটার পর বাঁধাকফির চাষ করে থাকেন। বিঘা প্রতি বীজ লাগে ৮০ থেকে ৯০ গ্রাম। প্রতিটি গাছের দূরত্ব ২×২ ফুট রাখা দরকার।

শীতের আরও একটি অর্থকরী ফসল হল সরষে চাষ। জল নিকাশির সুবিধা রয়েছে এমন বেলে দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটিতে সরষে চাষ ভাল হয়। বেশ কয়েকবার লাঙ্গল ও মই দিয়ে সরষে চাষের জন্য ঝুরঝুরে মাটি তৈরি করতে হবে। মাটি অবশ্য একটু রসালো হওয়া চাই। একর প্রতি আড়াই থেকে তিন কেজি সরষে বীজ প্রয়োজন। সারিতে বুনলে পরবর্তী পর্যায়ে খরচ কম হয়। প্রতিটি সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার হওয়া চাই। ছিটিয়ে বীজ বুনলে মই দিয়ে ভালভাবে মাটি চাপা দিতে হবে। অঙ্কুরোদগম্ হওয়ার পর বীজটি যখন চারায় পরিণত হবে তখন প্রতি বর্গফুটে ২৫ থেকে ৩০টি চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে।

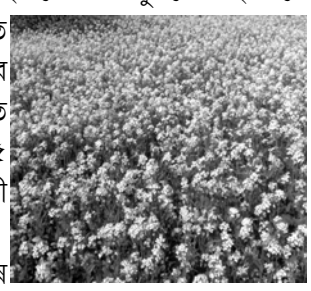

আর যারা সারিতে চাষ করছেন তাদেরকেও চারা বের হওয়ার পর ১০ সেন্টিমিটার অন্তর চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে। জমিতে দু'বার সেচ দিতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। বীজ বোনার ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ এবং প্রথম সেচ দেওয়ার ২৫-৩০ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। এই দু'ধরনের শীতকালীন সবজি চাষ থেকেই চাষীরা ভাল আয় করতে পারেন। কম সময়ের মধ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার কথা মাথায় রেখে শীতের মরশুমে এ ধরনের শাক সবজি চাষের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

জয়পুর ব্লকে পশু টিকাকরণ

আশাপূর্ণা মাহাত: পুরুলিয়া জেলায় জয়পুর ব্লকের ঘাঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছটকা সংসদের ডিমডিহা গ্রামে সম্প্রতি গরু, মোষ ও ছাগলের টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় স্বনির্ভর দলগুলির যৌথ আলোচনা এবং পরবর্তীতে ব্লক সভাপতির কাছে সম্মিলিত দাবী জানানোর ফলশ্রুতি হল এই টিকাকরণ শিবির।

এই শিবিরে ১৫০টি গরু, ৫০টি মোষ এবং ৮০টি ছাগলের টিকাকরণ হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বি এল ডি ও এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

শশা চাষে ভাল আয় পেল পুরুলিয়ার মহিলা কিষাণ

সুদীপ ভট্টাচার্য: জৈব সারের ফলন বিক্রি করে ১৭ হাজার টাকা আয় করল মহিলা কিষাণ সনুবালা মাহাত। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের রিগিদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তামাক বেড়া গ্রামের রাহান সংসদে নেতাজী স্বনির্ভর দলের দলনেত্রী সনুবালা মাহাত, তার বসত বাড়ী সংলগ্ন ১৫ ডেসিমেল জমিতে ছোট চেতন জাতের শশা চাষ করেন। কিন্তু জলের অভাব থাকা সত্ত্বেও শশা গাছগুলি বাঁচাতে যথেষ্ট যত্ন নেন। পুরুলিয়ায় যে সমস্ত মহিলা কিষাণ মাঠে কাজ করেন তাদের একদিকে যেমন মাঠের কাজে সামিল হতে হয় তেমনি অন্যদিকে সংসারও সামলাতে হয়। সাংসারিক বিভিন্ন কাজকর্মের ফাঁকে দলনেত্রী তথা মহিলা কিষাণ সনুবালা মাহাত শশা চাষ করে ১৭ হাজার টাকা লাভ করেছেন। শশা বিক্রি করেছেন ঝালদা মার্কেটে। এই চাষের বিশেষত্ব হল, এখানে কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়নি।

'জীবন' খুঁজে পেল এক মহিলা কিষাণ

শক্তিপদ বর : পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ঘাঘরা। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্বনির্ভর মহিলা দল। তারা এগোতে চায়। স্বনির্ভর হতে চায়। নিজেরা পরিকল্পনা করে আর ভাবে সংসারের জন্য কিছু একটা করতে হবে। বাড়ীর আয় বাড়াতে হবে। পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে হবে। এখানে বাশাঙ্গী সংসদের পল্টুডি গ্রামে রয়েছে স্থানীয় জন কল্যাণ মহিলা সমিতির সদস্যা সনকা মাহাত। জয়পুর থেকে পুন্দাক হয়ে শিঙ্গি অঞ্চল যাওয়ার পাকা রাস্তার ধারে ছোট্ট এক টুকরো জমিতে থাকার একটা ঘর এবং ঘরের পাশে অল্প একটু জমি। সনকা মাহাত এই জমিতে দু'টি কুঁতলী গাছ লাগিয়েছেন। লতানো এই গাছে সারা বছর কুঁতলী হচ্ছে। বাড়ীতে খাওয়ার পর বিক্রিও করতে পারছেন। সম্প্রতি ৪০০ টাকার কুঁতলী বিক্রি করেছেন। তাছাড়াও বাড়ীর ধার ঘেঁষে ৪টি পেঁপে গাছ লাগিয়েছেন। গাছে ৪০ থেকে ৫০ কেজি পেঁপে ধরেছে। নিজেরা খাচ্ছেন, আবার আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতেও দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে বাজারে ৮০০ টাকার পেঁপেও বিক্রি করেছেন। এতো গেল সবজি চাষের কথা। তাছাড়াও রয়েছে ৮টি মুরগী, ১০টি হাঁস ও ৫টি ছাগল। বাড়ীতে ডিম, মাংস খাওয়ার ইচ্ছে পূরণের পাশাপাশি বাজারে মুরগী, ডিম, দুধ প্রভৃতি বিক্রি করে সংসারের আয় বাড়াচ্ছেন। কুঁতলী ও পেঁপে গাছে খুব একটা জল লাগে না। তাই পুরুলিয়ার মত শুকা জেলায় সামান্য একটু জমিকে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারলে এবং কয়েকটি ছাগল, মুরগী ও হাঁস পালন করতে পারলে বাড়ীতে পুষ্টির সমস্যা যেমন মিটবে তেমনি সংসারের আয়ও বাড়বে। বাশাঙ্গী সংসদের পল্টুডি গ্রামের জন কল্যাণ মহিলা সমিতির সদস্যা মহিলা কিষাণ সনকা মাহাত সেই পথই দেখিয়েছেন।

মহিলা কিষাণ প্রশিক্ষণ শিবির

নাসিরুদ্দিন গাজী: লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ২২-২৮শে নভেম্বর ৭দিন ব্যাপী জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের কালচিনি, চুয়াপাড়া, মেন্দাবাড়ি, গারোপাড়া, সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কিষাণদের ভার্মি কম্পোষ্ট, তরল সার, মাশরুম চাষ, সবজি বাগান প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাতির তান্ডবের কথা মাথায় রেখে তাদেরকে বিকল্প চাষবাস সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত করা হয়। যে সমস্ত ফসল হাতি কম নষ্ট করে অথচ বাজারে চাহিদা রয়েছে, যেমন আদা, হলুদ, কচু প্রভৃতি চাষবাস সম্পর্কে তাদেরকে বিশেষ ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাভা বস্তির অনিতা রায় বলেন, 'হাতি আমাদের সমস্ত চাষবাস লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া উপায় নেই। এই সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীদের বিকল্প চাষবাসের পরামর্শ খুব ভালো লাগল। আমরা মনে প্রাণে এই সমস্ত পরামর্শ গ্রহণ করে খুব শীঘ্রই বিকল্প চাষে নেমে পড়ব'।

গারোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলি লামা বলেন, 'মাশরুম খবই লাভজনক চাষ। বাজারে চাহিদাও ভালো। তাই আমরা ইতিমধ্যেই মাশরুম চাষে নেমে পড়েছি'।

কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যা সারকি বলেন, 'ভার্মি কম্পোষ্ট একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। চা বাগান এলাকায় এই সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এক্ষেত্রে লোক কল্যাণ পরিষদ আমাদের তৈরি সার যাতে চা বাগানগুলি কেনে তার জন্য অনুঘটকের কাজ করছে'। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রেম লামা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শংকর দত্তের মতে, মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্প চালু হওয়ার পর এখানে মহিলা কিষাণরা কৃষি কাজে যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত